তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২৪৮

**আরো ৫ জেলার রেড জোনে সাধারণ ছুটি ঘোষণা**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 করোনা ভাইরাসে অধিক সংক্রমিত দেশের ৫ জেলার কয়েকটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করেছে সরকার। রেড জোন এলাকায় ২৩ জুন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি ঘোষণা হয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ এই সাধারণ ছুটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

 প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অধিক সংক্রমিত জেলাগুলো হলো−ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী ও কুষ্টিয়া। এই ৫ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

 এসব জেলার মধ্যে ফরিদপুরের ভাংগা পৌরসভার সকল ওয়ার্ড এলাকা সকল ওয়ার্ডে ১৬ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়। এই তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ দিন রেড জোন বহাল থাকবে। এখানে ২৩ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

 মানিকগঞ্জ জেলার মানিকগঞ্জ পৌরসভার উত্তর সেওতা গংগারধর পট্টি ও পশ্চিম দাশ পাড়া এলাকা; সাটুরিয়া উপজেলাধীন সাটুরিয়া ইউনিয়ন ও ধানকোড়া ইউনিয়ন; সিংগাইর উপজেলাধীন সিংগাইর পৌরসভা ও জয়মণ্ডপ ইউনিয়নকে ১৩ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। এই তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ দিন রেড জোন বহাল থাকবে। উক্ত এলাকা ২৩ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকবে।

 ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের পাইকপাড়া ও কালাইশ্রীপাড়া; ৫ নং ওয়ার্ডের মধ্যপাড়া এবং ৮ নং ওয়ার্ডের কাজীপাড়া; নবীনগর উপজেলাধীন নবীনগর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের হাসপাতাল পাড়া ও পশ্চিমপাড়া; ৩নং ওয়ার্ডের টিএন্ডটি পাড়া; ৪নং ওয়ার্ডের হাসপাতাল পাড়া ও কলেজ পাড়া এবং ৮নং ওয়ার্ডের ভোলাচং দাসপাড়া; কসবা উপজেলাধীন কসবা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের আড়াইবাড়ি; ৫নং ওয়ার্ডের শীতল পাড়া এবং ৭নং ওয়ার্ডের সাহা পাড়া এলাকাকে ১৩ জুন রেড জোন এলাকা ঘোষণা করা হয়। এই তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ দিন রেড জোন বহাল থাকবে। এ এলাকায় ২৩ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

 নরসিংদী জেলার মাদবধী পৌরসভার ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড (উত্তর বীরামপুর ও দক্ষিণ বীরামপুর) এলাকাকে ১১ জুন রেড জোন এলাকা ঘোষণা করা হয়। এই তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ দিন রেড জোন বহাল থাকবে। এ এলাকায় ২৩ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

 কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া পৌরসভার ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫, ১৮ ও ২০নং ওয়ার্ড এলাকা; ভেড়ামারা উপজেলাধীন বাহির চর ও চাঁদগ্রাম ইউনিয়ন; ভেড়ামারা উপজেলাধীন ভেড়ামারা পৌরসভার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডকে ১৬ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী ২১ দিন মেয়াদ নির্ধারণ করে ওই এলাকায় ২৩ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

#

সাইফুল/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/২১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪৭

**জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

**আগামীকাল থেকে পবিত্র যিলকদ মাস গণনা শুরু**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

বাংলাদেশের আকাশে আজ ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র যিলকদ মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে। ফলে আগামীকাল ২৩ জুন মঙ্গলবার থেকে পবিত্র যিলকদ মাস গণনা শুরু হবে।

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররমস্থ সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার।

সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজান-উল-আলম, ওয়াকফ প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) এস এম হুমায়ুন কবির সরকার, তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস) মো. শাহেনুর মিয়া, ঢাকা জেলার এডিসি (সাধারণ) মোঃ শহিদুজ্জামান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (প্রশাসন) মুহা. নেছার উদ্দিন জুয়েল, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের পিএসও আবু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মোঃ আবদুল মান্নান, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো: আলমগীর রহমান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শেখ নাঈম রেজওয়ান ও লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয় ১৪৪১ হিজরি সালের পবিত্র যিলকদ মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ি ২৩ জুন মঙ্গলবার থেকে ১৪৪১ হিজরি সালের পবিত্র যিলকদ মাস গণনা শুরু হবে।

#

শায়লা/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪৬

**জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০ দিবস আগামীকাল**

**বাংলাদেশের জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

আগামীকাল ২৩ জুন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় (যুক্তরাষ্ট্র ইএসটি সময় সকাল ৯টা) জাতিসংঘ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস’ উদ্‌যাপন করা হবে। এবারের প্রতিপাদ্য ‘On the frontlines: Honouring public servants in the COVID-19 pandemic response’। প্রতিবছর জাতিসংঘ ‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করে ৭টি ক্যাটেগরিতে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-মিউটেশন কার্যক্রমটি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হওয়ায় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ‘Developing Transparent and Accountable Public Institutions’ ক্যাটেগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ‘জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর ২৩ জুন আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে জাতিসংঘ 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস’ উদ্‌যাপন করে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী-এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ এ বছর ‘পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ বিতরণ অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। তাই এবার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪৫

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন সকল বৃত্তি কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হয়েছে**

 **-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল বৃত্তি কার্যক্রম  ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। আগে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বৃত্তি দেয়া হত এবং শিক্ষার্থীদের  টাকা পেতে অনেক ঝামেলা হত। অনলাইনে বৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে জিটুপি পদ্ধতিতে বৃত্তির টাকা সরাসরি শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বরে  পৌঁছে  যাবে। ফলে  শিক্ষার্থীরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের টাকা পেয়ে যাবে এবং সরকারের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।

 মন্ত্রী আজ এক ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। ভার্চুয়াল সভায় আরও যুক্ত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার ফলস্বরূপ আমরা  দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের  কাছে জিটুপি পদ্ধতিতে বৃত্তির অর্থ পৌঁছে দিতে পারছি । এজন্য মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান।

 শিক্ষার্থী নির্বাচন করার পরে শিক্ষার্থীর আবেদন দাখিল, প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক অনুমোদন, প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক UNO এর নিকট তালিকা দাখিল, USEO কর্তৃক অনুমোদনের পর তা স্কিম পরিচালকের নিকট দাখিল ও অনুমোদন, স্কিম পরিচালক কর্তৃক বিল দাখিল, মন্ত্রণালয়ের হিসাব রক্ষণ অফিস কর্তৃক বিল পাসের পর বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ঠ মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মোবাইলে পৌঁছে দেয়া এই পুরো কাজটি অনলাইনে করা হবে।

 উল্লেখ্য, আজ  ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ২৭ হজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯ লাখ ৯২ হাজার ৭৮০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩২৮ কোটি ১৪ লাখ ১ হাজার ৯০০ টাকা জিটুপি (G2P) পদ্ধতিতে (অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উপবৃত্তি অর্থ সরাসরি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নির্ধারিত মোবাইল একাউন্টে পৌঁছে যাবে) প্রেরণ  করা হয়েছে। আগামী ২৪ জুনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে তাদের উপবৃত্তির টাকা পৌঁছে যাবে।

 একই সময়ে মন্ত্রী জি2পি পদ্ধতিতে ২০১৯ সালের পিইসি এবং জেএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রাপ্ত ৮৩ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১৭ কোটি ৩২ লাখ ৭৬ হাজার ৩৮৫ টাকা প্রদানের কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে এক লাখ ৮৭ হাজার ৩৮৪ জনকে ১৮৭ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তি প্রাপ্ত অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যায়ক্রমে অনলাইনে প্রেরণ করা হবে।

 অনলাইনে বৃত্তি প্রদানের এ সেবাটি মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

#

খায়ের/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪৪

**প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। কেন না এটি যন্ত্রের সঙ্গে মানুষ এমনকি যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের যোগাযোগের মাধ্যমও বটে। তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রতিটি শিশু-কিশোরকে প্রোগ্রামিং শেখাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্পূ্র্ণটা হবে মেধা নির্ভর। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), রোবটিকস, ব্লকচেইন, বিগ  ডাটার ন্যায় নতুন  নতুন প্রযুক্তি পৃথিবীকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। এ জন্য প্রোগ্রামিং শেখার বিকল্প নেই।  তিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বাংলা ভাষায় প্রোগ্রামিং শিক্ষার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ই-শিক্ষা.নেট ব্যবহারে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বর্তমান পৃথিবী পরিচালনায় প্রোগ্রামারদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন ‘ভবিষ্যতে তারাই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।   আর এ জন্য শিগগির স্কুল পর্যায়ে আরো সাড়ে ৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে বলে জানান জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে। শৈশব ও কৈশর থেকেই যেন শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রামিং জানতে পারে এ জন্য ইতোমধ্যেই আট হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম,   অধ্যাপক জাফর ইকবাল,    কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সোহেল রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা লাফিফা জামাল।

 পরে প্রতিমন্ত্রী আনুষ্ঠানিভাবে অনলাইন প্রোগ্রামিং এর উদ্বোধন করেন।

 উল্লেখ্য, ‘জানুক সবাই দেখাও তুমি’-এই স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের আইসিটি ও  প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা ও তাদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা যাচাই করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে আজ থেকে স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ।

 কোভিড-১৯-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতাটি এবার আয়োজিত হচ্ছে অনলাইনে।

 এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ, অনলাইন ও অনসাইট প্রোগ্রামিং ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং প্রোগ্রামিং ক্যাম্পসহ আরও নানান আয়োজন করা হয়ে থাকে।
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রথমেই <http://online.nhspc.org> ঠিকানায় গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন চলবে আগামী ২৪ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত।

#

শহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪৩

**টিআরপি নির্ধারণ পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা আনা হবে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘অনুমোদনহীন টিআরপি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা অবশ্যই আনতে হবে।’

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘এখন কে কাকে টিআরপি দেয়, সেটি আমাদের জানা নেই। টিআরপি যারা করছে তারা কোথা থেকে অনুমতি নিয়েছে, কে তাদেরকে লাইসেন্স দিয়েছে -সেটি অনেকের প্রশ্ন। কারণ বাংলাদেশে টিআরপি নির্ধারণের জন্য সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।’

 ‘আগে যেমন ক্যাবল নেটওয়ার্কে টিভি চ্যানেলের সিরিয়াল সামনের দিকে রাখার জন্য, এমনকি টিভি চ্যানেল যাতে বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, সেজন্যও  নানা ধরণের অশুভ প্রতিযোগিতা ছিল, অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়া হতো, সেটি আমরা বন্ধ করেছি’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘তেমনি আমরা জানতে পেরেছি, যে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানগুলো টিআরপি নির্ধারণ করে, সেখানেও অশুভ, অসুস্থ প্রতিযোগিতা হয়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।’

 ভারত, শ্রীলংকা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে টিআরপি কিভাবে নির্ধারণ হয় সরকার তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন,  সবচেয়ে বড় টেলিভিশন শিল্পের দেশ ভারতে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি সংস্থা আছে সেই সংস্থা টিআরপি ঠিক করে দেয়।

 তথ্যমন্ত্রী আরো জানান, ‘এবিষয়ে এটকো (এসোসিয়েশন অভ্ টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স), ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার এবং অন্যান্য অংশীজন যারা আছে, তাদের সাথে আলোচনা করে আমরা এখানে অবশ্যই খুব সহসা একটি শৃঙ্খলা নিয়ে আসবো। কোনো অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান কোন টেলিভিশন কে কত বেশি দেখে, সেটি বলার বৈধ কোনো এখতিয়ার রাখে না।’

 অনুমোদনহীন টিআরপি নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা এখানে একটি শৃঙ্খলা নিয়ে আসবো এবং যারা অনুমোদন ছাড়া যারা এ কাজটি করে আসছে তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।’

 এ সময় অবৈধ ও অনৈতিক ওয়েবসিরিজ বিষয়ে মন্তব্য চাইলে তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ওয়েবসিরিজ, সিনেমা বা যেকোনো কিছু নির্মাণ ও প্রচার করার ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয়। আমাদের একটি কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি আছে, আমাদের সমাজের একটি মূল্যবোধ আছে। এটি অনেক সময় অনেকে মাথায় রাখেন না।

 বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে এই দোহাই দিয়ে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে কোনো কিছু করা কখনোই সমীচীন নয়, আইনানুযায়ীও সেটি দণ্ডনীয় অপরাধ, বলেন ড. হাছান। বাংলাদেশে ২০১২ সালে প্রণীত এ সংক্রান্ত আইনানুযায়ী এ ধরণের অশ্লীলতা প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর কারাদণ্ড, উল্লেখ করেন তিনি।

 যেসমস্ত সার্ভিস প্রোভাইডার এ ধরণের ওয়েজসিরিজ প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছে, তাদের এ কাজের জন্য আদৌ কোনো লাইসেন্স আছে কি না, তা আমরা খতিয়ে দেখছি, জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যদি লাইসেন্স না থাকে তাহলে এই অবৈধ কাজের জন্য অবশ্যই আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর লাইসেন্স থাকলেও তাদের ডোমেইন ব্যবহার করে এ ধরণের অশ্লীল জিনিস প্রচার করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। সে বিষয়েও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪২

**চামড়া সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 চামড়া শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে আসন্ন ঈদুল আজহায় চামড়া ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদের লাভের কথা বিবেচনা করে কাঁচা চামড়া ও লবণযুক্ত চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এতে ব্যবসায়ীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে চামড়া ক্রয় ও সংরক্ষণ করার সক্ষমতা অর্জন করবেন।

 আজ চামড়া শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় সভাপতিত্বকালে শিল্প মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার; শিল্প সচিব কে এম আলী আজম; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া; বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন; জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহেদ আলী; আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অরিজিৎ চৌধুরী; অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রমেশ বিশ্বাস; বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ শাহিন আহমেদ; বাংলাদেশ ফিনিসড লেদার; লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-সহ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

 সভায় জানানো হয়, আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন উদ্যোগে মসজিদের ইমাম, মৌসুমী চামড়া ব্যবসায়ী, চামড়া ছড়ানোর সাথে জড়িতদের চামড়া ছড়ানো ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

 সভায় তথ্য মন্ত্রণালয় ও লেদার বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে ঈদুল আজহার কয়েকদিন পূর্ব হতে টেলিভিশনে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

 সভায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান ট্যানারি শিল্পের জন্য বাজেট সহায়তা নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী আসন্ন ঈদুল আজহায় চামড়া সংরক্ষণে দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসাগুলো বহুদিন ধরে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত এবং এ থেকে অর্জিত আয় দিয়ে ওইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। কোরবানি উপলক্ষে কওমি মাদ্রাসাগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা দিলে তারা আসন্ন কোরবানির ঈদে চামড়া ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি মালিকদের জমিতে 'রেড জোন' ঘোষণা দ্রুত প্রত্যাহারের জন্য রাজউকের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সাভারে চামড়া শিল্পনগরীতে সিইটিপির কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে বিসিককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

মাসুম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪১

**বিভাগীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করলেন তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত কোভিড-১৯ বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবীদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করেন।

 আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুর সবুরের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন উপ-কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. হোসেন মনসুর। খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ-সহ সকল বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীরা এতে অংশ নেন।

 ড. হাছান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলীয় নেতাকর্মীদের জনগণের পাশে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপনারা দেখেছেন আমাদের দলের বহুনেতা আজকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ৮১ সদস্যের মধ্যে বরেণ্য নেতা মোহাম্মদ নাসিম, শেখ আবদুল্লাহ ও বদর উদ্দিন আহমদ কামরান -তিনজন ইতোমধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই জনগণের পাশে থেকে কাজ করছিলেন। উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হাজী মকবুল হোসেনও জনগণের সাথে কাজ করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুঃখজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 এ সময় ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কথা স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা একটি দল। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সর্বদা আমাদের দল মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মৃত্যুঞ্জয়ী নেত্রী। তিনি সব সময় মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে জনগণের সেবা করে গেছেন, সেবা করে যাচ্ছেন, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে আজ বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন।’

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৪০

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে ।

 ‌ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৩ হাজার ৪৮০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৮৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জন-সহ এ পর্যন্ত ১ হাজার ৫০২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ হাজার ৫৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন ।

 এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২৩ লাখ ৪৮ হাজার ২১৪টি এবং মজুত আছে ১ লাখ ৮০ হাজার ৩১টি।

 সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭২৪ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২৩৯

**ফেইক নিউজ মোকাবিলায় ‘ফ্যাক্ট চেকিং সাইট’ তৈরি করবে সরকার**

 **-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে গতকাল রাতে বিভাগের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ থেকে ‘ফেইক নিউজ নিয়ন্ত্রণ’ বিষয়ক একটি অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বিশেষ অতিথি ছিলেন একই বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম।

সেমিনারে প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ফেইক নিউজ মোকাবিলায় তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সচেতনতা মূলক কার্যক্রম এর সমাজের ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে প্রকল্প গ্রহণসহ ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টের আওতায় ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে কার্যকর করার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও আইনগত সহয়তার জন্য ডিজিটাল সিকিউরিটি হেল্পলাইন তৈরি ও ভুয়া সংবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘ফ্যাক্ট চেকিং সাইট’ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে সরকার।

সারা পৃথিবী এই মুহূর্তে করোনা মহামারীর মতো আরেকটি মহামারীতে ভুগছে। সংবাদ বিকাশের সর্বস্তরে ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদের অস্তিত্ব থাকলেও ডিজিটাল যুগে তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এর ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফেইক নিউজ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রযুক্তিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, তারই পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় কি-নোট-পেপার উপস্থাপন করেন আমেরিকার ফোর্ডহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেটা সাইন্স বিষয়ক সহকারী অধ্যাপক ড. মো. রুহুল আমিন। প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর পরিচালক এ্যাডিশনাল ডিআইজি জনাব তবারক উল্লাহ, একাত্তর টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক জনাব মোজাম্মেল হক বাবু।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৮

**ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশে পাঠাবে চীন**

 **- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, চীন করোনা ভ্যাক্সিন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁদের কাজে অগ্রগতিও অনেক। এই ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হলে সবার আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে পাঠাবে বলে চীন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চীনের আক্রান্ত সময়ে বাংলাদেশ যেভাবে পাশে ছিল চীন সরকার সেই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য সবার আগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিবে।

 স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ সকালে হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে চীনের প্রতিনিধিকে বিদায় জানানোর সময় এক প্রেস ব্রিফিং-এ এসব কথা বলেন।

 ব্রিফিং এ এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, করোনায় আক্রান্তের হার এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আরো দুই হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হবে। পাশাপাশি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের কাজও চলমান রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি আগামীতে যেরকম হবে সরকার সেভাবেই পদক্ষেপ নিবে।

 প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, কোভিড প্রতিরোধে বাংলাদেশের কাজে চীনা দল সন্তুষ্ট হয়েছে, তবে কোভিড মোকাবিলায় আরও কিছু জায়গায় উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে বলেও প্রতিনিধিদল সরকারকে জানিয়েছে। আমরাও সামনের দিনগুলোতে চিহ্নিত জায়গাগুলো নিয়ে আরো কাজ করবো।

 কিট প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, ‘চাহিদা অনুযায়ী সমপরিমাণ কিট পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ বর্তমানে বিশ্বের সব দেশেই কিটের চাহিদা রয়েছে। তবে যা মজুদ আছে তাতে ঘাটতি হওয়ার কথা না। কোন কারণে সংকট তৈরি হলেও তা খুব দ্রুতই মেটানোর ব্যবস্থা নিবে সরকার। কাজেই কিট নিয়ে এই মূহুর্তে উদ্বেগের কোন কারন নেই।

 করোনায় যে হারে প্রতিদিন রোগী বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মানুষ অধিক সচেতন না হলে সব হাসপাতাল করোনা রোগীতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। একারণে করোনা মোকাবিলায় দেশের মানুষকে আরো বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি কোরোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যখাতে বাজেট আরো বাড়ানো প্রয়োজন বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

 চায়না রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জুয়ো জানান, ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে তা সবার আগে বাংলাদেশ পাবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদসহ স্বাস্থ্যখাতের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৭

**সমূদ্র বন্দরসমূহে তিন নম্বর সংকেত**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গভীর সঞ্চালণশীল মেঘমালা তৈরি হচ্ছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

 চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমূদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে আজ দুপুরে প্রাপ্ত দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

 উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

 আজ সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর, মাদারীপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে এক নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

#

তাসমীন/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২৩৬

**বীজ কোম্পানিগুলোকে কম মুনাফা অর্জন করার অনুরোধ কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

দেশের বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলোকে কম মুনাফা অর্জন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেনকৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনার এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ ও এদেশের কৃষকেরাও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটি মোকাবিলায় সরকার কৃষি খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভর্তুকিসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এবছর কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে হাইব্রিড ধান বীজ, ভুট্টা বীজ ও সবজি বীজসহ অন্যান্য বীজে কম মুনাফা অর্জন করার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা  সিএসআর নিয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলোকে কৃষকের সেবায় কৃষির সেবায় এগিয়ে আসতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী সোমবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসজনিত বিরাজমান পরিস্থিতিতে ‘বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, আমদানি, সরবরাহ ও বিপণন নিরবচ্ছিন্ন রাখা’ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে অনলাইন সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সকলের সহযোগিতার ফলে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের অসহনীয় দুর্যোগের মাঝেও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ ও পাট বীজ কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে আউশ ধান আবাদ কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। আশা করা যায়, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে আউশেও বোরোর মতো ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

শুরুর দিকে মৌসুমি ফল ও শাকসবজি বাজারজাতে কিছু সমস্যা থাকলেও এখন তেমন সমস্যা নেই বলে উল্লেখ করেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, মোটামুটি ভাল দামেই চাষিরা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারছে। পাশাপাশি আমসহ মৌসুমি ফলেরও ভাল দাম পাচ্ছে কৃষক।

করোনার কারণে দেশের এই ক্রান্তিকালে আসন্ন আমন মৌসুমে উৎপাদন বাড়ানো এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমন ধান আবাদের এরিয়া বোরোর চেয়ে বেশি হলেও উৎপাদন অনেক কম। একমাত্র উচ্চফলনশীল জাতের গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা ১৫-২০% বৃদ্ধি করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমন ও রবি মৌসুম সামনে, সেখানে অনেক শাক-সবজি, ভুট্টা, ডাল, তৈলসহ উফশীধান ও হাইব্রিড ধান বীজের প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য, স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতে কৃষি মন্ত্রণালয় সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সভায় জানানো হয়, এবারই সরকার প্রথম বীজে ভর্তুকি প্রদান করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে বিএডিসি’র ১৯ হাজার ৫০০ মে. টন আমন ধানবীজ চাষী পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে। বিএডিসি তাদের ঘোষিত নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কেজি প্রতি ১০ টাকা কম দামে উফশী আমন ধানবীজ ও হাইব্রিডের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ৫০ টাকা কম দামে চাষী পর্যায়ে বীজ বিক্রি করেছে।

এ সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সংস্থাপ্রধানগণ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হেমনাথ ভান্ডারি এবং সুপ্রিম সীড, এসিআই, এমএম ইস্পাহানি, ব্র্যাক, ইউনাইটেড সীড, মল্লিকা সীড, লাল তীর সিড, সিনজেনটা, বায়ার ক্রপস,  পারটেক্স এগ্রো, মেটাল সীডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৫

**নোয়াখালীতে কোভিড হাসপাতালের জন্য আইসিইউ-ভেন্টিলেটর প্রদান করলেন ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালে করোনা রোগীদের চিকিৎসায় নিজ খরচে দুটি আইসিইউ-ভেন্টিলেটর দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

 আজ সকালে সংসদ ভবন এলাকাস্থ নিজ বাসভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (তড়িৎ) আবদুল হামিদ আইসিইউ-ভেন্টিলেটর দুটি গ্রহণ করেন।

 এর আগে ব্রিফিং-এ মন্ত্রী বলেন, সরকার নতুন করে করোনার উচ্চ ঝুঁকি বিবেচনায় কিছু এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। তিনি ছুটি ঘোষিত এলাকার জনগণকে কঠোরভাবে সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের পাশাপাশি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানান।

 আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক করোনা মোকাবিলায় নিজের সুরক্ষার পাশাপাশি ঘরে ঘরে সচেতনতার দুর্গ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ফেসবুকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে অনেকেই ভয়ংকর স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছেন। সকলের স্বাস্থ্যগত সমস্যা এক রকম নয় উল্লেখ করে তিনি ঝুঁকি না নিয়ে করোনার লক্ষণ দেখা দিলে পরীক্ষা করানোর পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

 মন্ত্রী আরও বলেন, নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালটির শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থাপন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা। এছাড়া নোয়াখালীসহ দেশের প্রতিটি জেলা হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন ও জরুরি সেবা সম্প্রসারণে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বলেও তিনি জানান।

 ত্রাণ কাজে বাধা দেয়া হচ্ছে বলে বিএনপি’র অভিযোগ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, মানবিক কাজে বাধা প্রদান আওয়ামী লীগের নীতি নয়। কোথায় এবং কিভাবে বাধা দেয়া হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে জানালে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি এসময় উল্লেখ করেন।

#

নাছের/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২৩৪

**১০ জেলার রেড জোনে সাধারণ ছুটি**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 করোনা ভাইরাসে অধিক সংক্রমিত দেশের ১০ জেলার কয়েকটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করেছে সরকার। রেড জোন এলাকায় ২১ জুন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি ঘোষণা হয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ এই সাধারণ ছুটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

 প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অধিক সংক্রমিত জেলাগুলো হলো−চট্টগ্রাম, বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, যশোর ও মাদারীপুর। এই ১০ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

 এসব জেলার মধ্যে চট্টগ্রামের উত্তর কাট্টলির বিসিক শিল্পনগরী ব্যতীত ১০ নং ওয়ার্ডকে ১৭ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়। এখানে ২১ জুন থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

 বগুড়া জেলার পৌরসভা চেলোপাড়া, নাটাই পাড়া, নারুলী, জলেশ্বরী তলা, সূত্রাপুর, মালতিনগর, ঠনঠনিয়া, হাড়িপাড়ি ও কলোনি এলাকা ১৪ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী ২১ দিন রেড জোনের মেয়াদ নির্ধারণ করে গতকাল থেকে থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকব।

 চুয়াডাঙ্গ জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরানপুর গ্রামের রিফিউজি কলোনি ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের থানাপাড়া এলাকা গত ১৭ জুন রেড জোন এলাকা ঘোষণা করা হয়। এই তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ দিন রেড জোন বহাল থাকবে। এ এলাকায় ২১ জুন থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

 মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল উপজেলার শ্রীমঙ্গল ইউনিয়নের ক্যাথলিক মিশন রোড, রুপশপুর, সবুজবাগ, মুসলিমবাগ, লালবাগ, বিরাইমপুর এবং শ্রীমঙ্গল পৌরসভার কালিঘাট রোড ও শ্যামলী এলাকা। কুলাউড়া উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নের নন্দনগর, কাদিপুর ইউনিয়নের মনসুর এবং কুলাউড়া পৌরসভার মাগুর ও মনসুর এলাকা। এসব এলাকায় গত ১৪ জুন ২১ দিনের জন্য রেড জোন ঘোষণা করা হয়। সে হিসাবে এসব এলাকায় ২১ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকবে।

 নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ উপজেলার রূপগঞ্জ ইউনিয়ন (উত্তরে বালু ব্রিজ, দক্ষিণে কায়েতপাড়া, পূর্বে কায়েতপাড়া এবং পশ্চিমে কাঞ্চন পৌরসভা) রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে ১১ জুন। পরবর্তী ২১ দিন মেয়াদ নির্ধারণ করে ওই এলাকায় ২ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

 হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ পৌরসভার ৬ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং চুনারঘাট উপজেলার ৩ নম্বর দেওরগাছ ইউনিয়ন, ৭ নম্বর উবাহাটা ইউনিয়ন, ৯ নম্বর রানীগাঁও এবং চুনারুঘাট পৌরসভা। আজমিরীগঞ্জ উপজেলার ১ নম্বর আজমিরীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন এবং মাধবপুর পৌরসভা এলাকা রেড জোন ঘোষণা করা হয় ১৮ জুন। পরবর্তী ২১ দিন রেড জোনের মেয়াদ নির্ধারণ করে ঐ সব এলাকায় ২১ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

চলমান পাতা/২

-২-

 মুন্সীগঞ্জ জেলার মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠপাড়া এলাকা ১৭ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী ২১ দিন মেয়াদ নির্ধারণ করে ওই এলাকায় ৯ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকবে।

 কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের অধীন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কালিয়াজুরি, রেইস কোর্স শাসনগাছা; ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ঝাউতলা, কান্দির পাড়, পুলিশ লাইন, বাদুর তলা; ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নানুয়ার দীঘির পাড়, নবাববাড়ী, চৌমুহনী, দিগাম্বরীতলা এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের টমছম ব্রিজ, থিরাপুকুরপাড় ও দক্ষিণ চর্থা এলাকা। ১৬ জুন এসব এলাকা পরবর্তী ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

 যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার চলিশিয়া, পিয়ারা, বঘুটিয়া ইউনিয়ন, অভয়নগর পৌরসভার ২, ৪, ৫,৬ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা; ঝিকরগাছা উপজেলার ঝিকরগাছা পৌরসভার ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড; কেশবপুর উপজেলার কেশবপুর পৌরসভার ১ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড; যশোর পৌরসভার ৪ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং আরবপুর ও উপশহর ইউনিয়ন; শার্শা উপজেলার বেনাপোল পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড ও শার্শা ইউনিয়ন এলাকাগুলোকে ১৫ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়। গতকাল প্রজ্ঞাপনে ঐ সব এলাকায় ২১ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকবে। জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার বাকরা ইউনিয়ন এবং যশোর সদর উপজেলার যশোর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকাকে ১৬ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয়। এই এলাকায় ৭ জুলাই পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকবে।

 মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর পৌরসভার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা এবং বাহাদুরপুর, দুধখালী, কাউদি, মোস্তফাপুর, রাস্তি ও কেন্দুয়া ইউনিয়ন; শিবচর উপজেলার শিবচর পৌরসভার ১, ৪, ৫ ওয়ার্ড এলাকা এবং শিবচর দ্বিতীয় খণ্ড, বহেরাতলা দক্ষিণ, বাঁশকান্দি, ভদ্রাসন, কাদিরপুর, মাদবরেচর ও পাচ্চর ইউনিয়ন; কালকিনি পৌরসভার ১, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা এবং ডাসার, গোপালপুর, আলীনগর ও শিকারমঙ্গল ইউনিয়ন; রাজৈর পৌরসভার ১, ২, ৩, ৫, ৬ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড এবং বদরপাশা, আমগ্রাম, কবিরাজপুর ও হোসেনপুর এলাকা দুই সপ্তাহের জন্য গত ১৭ জুন রেড জোন ঘোষণা করা হয় । এসব এলাকায় ৩০ জুন পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

#

পরীক্ষিত/মামুন/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩৩

**আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সরকারি সেবার তাৎপর্য ও মূল্যায়ন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি সেবার অবদানকে তুলে ধরা, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং তরুণদের প্রজাতন্ত্রের কর্মকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর ২৩ জুন আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় : 'Action Today, Impact Tomorrow: Innovating and Transforming Public Services and Institutions to Realize the Sustainable Development Goals'.

 আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করায় আমি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যদিও COVID-19 এর কারণে মহামারীতে বিশ্ব আজ নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়। তবে ২০০৯ সাল হতে রূপকল্প-২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অনলাইন প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আমি মতবিনিময় করতে পারছি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দিতে পারছি। সরকারি কর্মকর্তাগণও ই-নথিতে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করতে পারছেন। ডাক্তারগণ টেলিফোনে স্বাস্থ্যসেবাও প্রদান করছেন। নাগরিকগণ ঘরে বসেই বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল প্রদান, ব্যাংকের সঙ্গে আর্থিক লেন-দেনসহ ই-কমার্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারছেন।

 ২০৩০ সালের মধ্যে SDGs অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবারের আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন দেশসেবায় উদ্দীপ্ত একটি দক্ষ জনবান্ধব জনপ্রশাসন। সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। তাঁদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। জনবান্ধব জনপ্রশাসন তৈরির জন্য সরকারি সেবা প্রদান সহজিকরণে অনন্য ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০১৬ সাল থেকে ‘জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের ১ অক্টোবর থেকে ‘সরকারি চাকরি আইন-২০১৮’ কার্যকর হয়েছে। এ আইনের ২৫ নম্বর ধারার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি দক্ষ, জনবান্ধব জনপ্রশাসনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলছি। আমি আশা করি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা SDGsসহ আমাদের সকল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জন করতে সক্ষম হবো।

 আমি আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০২০ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/পরীক্ষিত/মামুন/আসমা/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২৩২

**আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে নিমোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

''আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৩ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারের পালিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার ১৭ মার্চ ২০২০ হতে পরবর্তী এক বছরকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। জাতির পিতা বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জনস্বার্থে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়েছিলেন।

এ বছর আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় : ‘Action Today, Impact Tomorrow: Innovating and Transforming Public Services and Institutions to Realize the Sustainable Development Goals’. ২০১৯ সালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত SDG সামিটে ২০৩০ সালের মধ্যে SDGs এর ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য ‘Gearing up for a decade of action and delivery for sustainable development’ শীর্ষক ‘Decade of Action’ ঘোষণা করা হয়। তারই আলোকে ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমাদের প্রজাতন্ত্রের কর্চারীদের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠেীর মানসিকতা পরিহার করে ক্রমান্বয়ে জনগণের সেবকে রুপান্তরের বিষয়টি লক্ষনীয়। সরকারি সেবা নাগরিকগণ যাতে সহজে পেতে পারেন সেজন্য তারা নিত্য নতুন বিষয় উদ্ভাবন করছেন। জনসেবা প্রদানে অনন্য ও উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার ২০১৬ সাল হতে ‘জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান করে আসছে। নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের উদ্যোগ ও সেবা প্রদানের মানসিকতা খুবই প্রশংসনীয়। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ত্রাণ বিতরণ, প্রয়োজনে ঘরে ঘরে ত্রাণ পোঁছে দেয়ার কাজও তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে করছেন। জনসাধারণ যাতে এ সময় ঘর থেকে বের না হয় সেজন্য মোবাইল বাজার, স্থানীয় পর্যায়ে ই-কমার্স প্ল্যাটফরম তৈরীর মতো উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহন ও সংক্রমন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছেন।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও শৃংখলার সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করবেন-এ প্রত্যাশা করি।

SDGs অর্জনে সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহনের বিকল্প নেই। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে সহজে জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের যে ধারা অব্যাহত রয়েছে তা আমাদের SDGs অর্জনে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

 আমি আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২০-এর সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

 খোদা হাফেজ।

 জয় বাংলা,

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"

#

ইমরানুল/পরীক্ষিত/মামুন/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৩১

**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের অগণিত নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীসহ দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এদিনে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক সামসুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে শহীদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের-যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আওয়ামী লীগ গণমানুষের এক সুবৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

 বাঙালি জাতির মুক্তি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকার কে এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ভুখণ্ডে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন সবই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হয়েছে।

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫২’র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪’র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২’র আইয়ুবের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৪’র দাঙ্গার পর সাম্পদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৬’র ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯’র গণঅভ্যূত্থানসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে।

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ দেশের মাটি ও মানুষের দল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক এবং মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সুমহান গৌরব। ১৯৭০’র নির্বাচনে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগের পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় দেয়। যার ধারবাহিকতায় ১৯৭১’র ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”।

 ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা। গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

 ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের ফসল-স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

 সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে যখন জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের সংগ্রামে নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তখনই ঘাতকেরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে ৩রা নভেম্বর কারাগারে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ও অবৈধ সেনাশাসকদের নির্যাতন আর নিপীড়নের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে। কিন্ত কোন অপচেষ্টা কখনও সফল হয়নি। আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতা-কর্মী, সমর্থকরা জীবন দিয়ে সকল প্রতিকূলতা, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দলকে টিকিয়ে রেখেছে, শক্তিশালী করেছে।

 গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে আবারও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগ সরকারই খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করে। আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পায়। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কারও মধ্যস্থতা ছাড়াই স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য শান্তি চুক্তি। আওয়ামী লীগের এই পাঁচ বছরের শাসনামলে জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

 চলমান পাতা/২

-২-

 বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অপশাসন, দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে পুনরায় বিজয় অর্জন করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

 গত সাড়ে ১১ বছরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। স্বাস্থ্যসেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়। মানুষ বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ঔষধ পাচ্ছেন। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। সাক্ষরতার হার ৭৩ ভাগের উপরে উন্নীত হয়েছে। ৯৬ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। শহরের নাগরিক সুবিধা গ্রামে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ বিজয় করেছে বাংলাদেশ। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

 আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। ওয়াদা অনুযায়ী যু্দ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

 আমরা ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে বছরব্যাপী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী-মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্ত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে আমরা মুজিবর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জনসমাগম না করে টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করেছি। তবে মুজিব বর্ষে গৃহহীনদের ঘর করে দেওয়া হবে। এদেশে কেউ গরীব, গৃহহীন থাকবে না।

 প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। দেশের বিভিন্ন খাতে মোট প্রায় ১ লাখ ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকার ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ পরিবারকে এককালীন ২৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি ২ হাজার ডাক্তার ও ৫ হাজার ৫৪ জন নার্সকে নিয়োগ দেওয়াসহ আরও প্রায় ৩ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবন ও জীবিকা রক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে প্রয়োজনীয় অফিস-আদালত-কলকারখানা চালু করা হয়েছে। সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে কোন জরুরি চাহিদা মেটাতে ২০২০-২০২১ সালের অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই দুর্যোগে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষকে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ সংকট উত্তরণে আমাদের সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করে যাবে। আওয়ামী লীগ দল হিসেবেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

 আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। আশা করি, আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে পারব। সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে, গণজমায়েত না করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করবেন।

 বাঙালি জাতির প্রতিটি মহৎ, শুভ ও কল্যাণকর অর্জনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা রয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত ও আধুনিক সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলাদেশ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সারওয়ার/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২৩০

**করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ৮ আষাঢ় (২২ জুন) :

 করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে দেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১১ হাজার মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ৫৭ লাখ ৭০ হাজার ৯৮৯ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ছয় কোটি ৮৯ লাখ ৭১ হাজার জন।

 নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ১২৩ কোটি টাকা। এরমধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৫ কোটি ৮৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৮৪ কোটি ৯ লাখ টাকা।

 শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা সাত লাখ ৫১ হাজার এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৫ লাখ ৮০ হাজার।

#

সেলিম/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা